[২০২১] ৮ এস. সি. আর. ৯২

রাতুল মহন্তা

বনাম

নির্মলন্দু সাহা

(২০২১ সালের ৪৬২৭ নং দেওয়ানি আপিল)

১০ই আগস্ট ২০২১

[হেমন্ত গুপ্তা এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

পৌর কর্পোরেশন

গুয়াহাটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৭১ঃ ধারা ৩৪১,২৪৬,২৪৭ এবং ২৪৮-দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের বাধা-পৌর কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে বসবাসকারী দুই বেসরকারী ব্যক্তির মধ্যে একটি সাধারণ নালা সম্পর্কিত সমস্যা-অনুষ্ঠিত: এমন কোনও বিষয় নয় যার বিষয়ে ত্রাণের জন্য দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট বাধা বিবেচনা করা হচ্ছে – ধারা ২৪৬, ২৪৭ এবং ২৪৮ যদিও পৌরসভার ড্রেনের সাথে সংযুক্ত ড্রেনগুলির মালিকানা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কমিশনারকে ড্রেনের মালিককে অন্য সম্পত্তির মালিককে এটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তবুও উক্ত বিধানগুলিকে দেওয়ানি আদালতের ড্রেন ব্যবহারের বিদ্যমান অধিকার ঘোষণার সাথে সম্পর্কিত মামলা গ্রহণের জন্য একটি স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত বাধা হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না - তথ্যের ভিত্তিতে, আপিলকারী এমন একটি অধিকার সম্পর্কে দাবি করছেন যা বিদ্যমান ছিল এবং এই অধিকার রক্ষা এবং প্রয়োগ চালিয়ে যেতে চাইছে - মামলাটি এই মর্মে নয় যে তাদের কেউ ড্রেনের মালিক, বরং বিবাদী সেই অবস্থান পরিবর্তন করতে চাইছেন এবং এইভাবে, বাধা দেওয়া হোক - এই ধরনের ত্রাণ মামলায় প্রদত্ত প্রমাণের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে - সুতরাং, এই ধরনের ত্রাণ কোনও আইনের অধীনে নিষিদ্ধ নয় - হাইকোর্ট ভুলভাবে অভিযোগটি প্রত্যাখ্যান করেছে, যখন তাৎক্ষণিক তথ্যে কোনও আইনের অধীনে স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত বাধা নেই, যেখানে মুনসিফ মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য রাখার আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায্য ছিলেন - এইভাবে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ আদালতকে একপাশে রাখা হয়েছে।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

স্থির করেছে.: সি. পি. সি-র ৯ নং ধারার একটি খালি পর্যালোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যে মামলাগুলির বিচার সুস্পষ্টভাবে বা পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি ছাড়া দেওয়ানি প্রকৃতির সমস্ত মামলাগুলির বিচার করার এখতিয়ার আদালতের থাকবে। যদিও তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, সিপিসির

আদেশ VII বিধি ১১(ঘ) এর অধীনে একটি আবেদন বিবেচনা করার সময় মুন্সেফের সামনে বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি, এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে হাইকোর্ট মামলাটি নিষিদ্ধ কিনা তা বিবেচনা করার জন্য উক্ত বিধানটি আহ্বান করেছে এবং তারপরে রায় দিয়েছে যে দেওয়ানি আদালতের কোনও এখতিয়ার নেই এবং অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের আদেশ দিয়েছে। আদেশ ৭ বিধি ১১ (ঘ) সি. পি. সি-র পর্যালোচনায় ইঙ্গিত দেওয়া হবে যে দেওয়ানি আদালতের পক্ষে মামলাটি গ্রহণ করার জন্য একটি বাধা থাকবে, যদি এই ধরনের মামলা কোনও আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। উপরন্তু, আদেশ ৭ বিধি ১১ (ঘ) বিবেচনা করে যে, বাদীতে অন্তর্ভুক্ত বিবৃতি থেকে মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বলে মনে করা উচিত, যে ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা হবে। [অনুচ্ছেদ ৭] [৯৯-এফ-এইচ; ১০০-এ ডি]

১.২ গুয়াহাটি পৌর নিগম আইন, ১৯৭১-এর ধারা ৩৪১-এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনার পর, এটি ইঙ্গিত করে যে কোনও দেওয়ানি আদালতের এমন কোনও প্রশ্নের নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত বা মোকাবিলা করার এখতিয়ার থাকবে না যা সেই অংশের অধীনে রয়েছে যেখানে ধারা ৩৪১ রাখা হয়েছে এবং কমিশনারের দ্বারা নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত বা মোকাবিলা করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ অংশ যার অধীনে একটি বাধা আরোপ করা হয়েছে তা জমি, ভবন এবং রাস্তার সাথে সম্পর্কিত। অতএব, এর বিপরীতে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে পৌর কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে বসবাসকারী দুই বেসরকারী ব্যক্তির মধ্যে একটি সাধারণ নিষ্কাশন সম্পর্কিত সমস্যা এমন কোনও সমস্যা নয় যার বিষয়ে ত্রাণের জন্য দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট বাধা বিবেচনা করা হয়। [অনুচ্ছেদ ১১] [১০১-ই-জি]

১.৩। জি. এম. সি আইনটি কোনও সন্দেহ নেই যে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পৌর নালার সঙ্গে সংযুক্ত নালার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিশনারকে ক্ষমতা প্রদান করে। জি. এম. সি আইনের পঞ্চম অংশে ২৪৬,২৪৭ এবং ২৪৮ ধারায় এই সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যাবে যে, জি. এম. সি আইনের অধীনে নালার মালিক বা যৌথ মালিককে এমন কোনও ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়ার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা কমিশনারকে দেওয়া হয়েছে, যিনি এই ধরনের নালার মালিক নন। কার্যত, কমিশনারকে অন্য কোনও সম্পত্তির মালিকের মালিকানাধীন নালার মাধ্যমে জল নিষ্কাশনের জন্য সম্পত্তির মালিকের পক্ষে একটি অধিকার তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে আবেদনকারী এই অধিকার তৈরি করতে চাইছেন না। যে মামলাটি আবেদন ও লক্ষ্য করা হয়েছে তা ইঙ্গিত করে যে আবেদনকারী একটি অধিকার সম্পর্কে দাবি করছেন যা

বিদ্যমান ছিল এবং এই অধিকার রক্ষা করতে চাইছে এবং অব্যাহত রাখতে চাইছে। আবেদন করা মামলাটি এমন নয় যে তাদের মধ্যে কেউ ড্রেনটির মালিক, তবে এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে এটি আশেপাশের সমস্ত সম্পত্তির পশ্চিম সীমানা হিসাবে বিদ্যমান ছিল এবং উত্তরদাতা সেই অবস্থান পরিবর্তন করতে চাইছেন এবং তাই তাকে সংযত করতে হবে। আপিলকারী সফল হবেন কি না তা নির্ভর করবে আবেদনের সমর্থনে যে প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে তার উপর। [অনুচ্ছেদ ১২, ১৩] [১০১-জি-এইচ; ১০২-জি-এইচ; ১০৩-এ-বি]

১.৪। এটা দেখা যায় যে, জি. এম. সি আইনের ২৪৬,২৪৭ ও ২৪৮ ধারায় যদিও পৌর নালার সঙ্গে সংযুক্ত নালাগুলির মালিকানা ও পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে এবং কমিশনারকে একটি নালার মালিককে অন্য কোনও সম্পত্তির মালিককে এটি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তবে উক্ত বিধানগুলি নালার ব্যবহারের বিদ্যমান অধিকারের ঘোষণার সাথে সম্পর্কিত মামলা গ্রহণের জন্য দেওয়ানি আদালতে এক্সপ্রেস বা অন্তর্নিহিত বাধা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ১৬] [১০৬-ই-এফ]

১.৫। আপাতদৃষ্টিতে, সম্পত্তি ক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত বাদী বাদী কর্তৃক দাবি করা একটি নালার অস্তিত্ব এবং এটি সর্বত্র ব্যবহার করা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা মামলায় যে প্রমাণ দেওয়া হবে তার উপর ভিত্তি করে প্রমাণ করতে হবে। জি. এম. সি আইনের ২৪৬,২৪৭ এবং ২৪৮ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি এমন বিধান হবে যা আপিলকারীর সহায়তায় আসবে যদি আবেদনকারী শেষ পর্যন্ত নালার উপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে, যদিও আপিলকারী নালার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোনও সন্দেহ নেই যে, আবেদনকারী কমিশনারকে একটি আবেদনও জমা দিতে পারতেন যাতে কমিশনার তাঁর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন, কিন্তু তা তখনই উদ্ভূত হত যখন আবেদনকারী এই অবস্থান স্বীকার করতেন যে, উত্তরদাতা খালের মালিক, এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও, যদি কমিশনার আবেদনকারীকে ত্রাণ সরবরাহ না করতেন এবং কমিশনার যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন, তা হলে তা কার্যকর হত না। লেভ ত্রাণের জন্য আদালতে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত। এই বিষয়ে উত্তরদাতার আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে জিএমসি আইনের ৪৩৮ ধারার অধীনে একটি আপিল করা হয়েছে। তবে, এটি বর্তমান প্রকৃতির ক্ষেত্রে বিকল্প এবং কার্যকর প্রতিকার হিসাবে বিবেচিত হয় না। তাৎক্ষণিক মামলায় চাওয়া প্রতিকার পক্ষগুলির

মধ্যে আন্তঃবিরোধের ক্ষেত্রে ঘোষণামূলক প্রতিকারের প্রকৃতির। জি. এম. সি আইনের অধীনে বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিবেচনা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। উপরন্তু, প্রদত্ত আপিলটি কমিশনার কর্তৃক জারি করা কোনও বিজ্ঞপ্তি বা গৃহীত বা প্রস্তাবিত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে হয়, যা কার্যকরভাবে কেবল নালার মালিকের বিরুদ্ধে আপিল প্রতিকার প্রদান করে যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৭] [১০৬-এফ-এইচ; ১০৭-এ-ডি]

১.৬ তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, অভিযোগ এবং প্রার্থনায় থাকা অভিযোগগুলি প্রকাশ করবে যে আপিলকারী আসামীর মালিকানাধীন ড্রেনটির উপর কোনও অধিকার তৈরি করতে চাইছেন না বা জিএমসি ড্রেন সম্পর্কিত কোনও সমস্যা উত্থাপিত হয়নি। তবে যে মামলাটি সামনে রাখা হয়েছে তা হ 'ল আপিলকারী, এসডি এবং বিবাদীর সম্পত্তি একে অপরের সংলগ্ন যা মামলা তফসিল' এ ',' বি 'এবং ডিগ্রি সেলসিয়াস সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং সম্পত্তির পশ্চিম দিকে আপিলকারীর সম্পত্তি থেকে শুরু করে একটি ড্রেন রয়েছে, যা সীমানা হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং এটি জিএমসি ড্রেনটিতে জল প্রবাহিত করতে সহায়তা করে। যে প্রমাণ পেশ করা হবে তার উপর ভিত্তি করে এই ধরনের ছাড় মামলাটিতে বিবেচনা করতে হবে। অতএব, এই ধরনের ছাড় কোনও আইনের অধীনে নিষিদ্ধ নয়। [অনুচ্ছেদ ১৮] [১০৭-ডি-এফ]

১.৭। এটা স্পষ্ট যে, হাইকোর্ট বিষয়টির এই দিকগুলি লক্ষ্য না করে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য আদেশ ৭ (ঘ) সিপিসি-র ১১ (ঘ) নিয়মে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলিকে ভুলভাবে আহ্বান করেছে, যখন তাত্ক্ষণিক তথ্যে কোনও আইনের অধীনে কোনও স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত বাধা নেই। অন্যদিকে, মুন্সিফ মামলাটিকে রক্ষণযোগ্য বলে রায় দেওয়ার আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন। হাইকোর্টের জারি করা আদেশটি বাতিল করা হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৯,২০] [১০৭-এফ-এইচ]

শিব কুমার চাড্ডা বনাম দিল্লি পৌর কর্পোরেশন এবং অন্যান্য (১৯৯৩) ৩ এস. সি. সি ১৬১: [১৯৯৩] ৩ এস. সি. আর ৫২২; রমেশ গোবিন্দরাম বনাম সুগ্রা হুমায়ুন মির্জা ওয়াকফ (২০১০) ৮ এস. সি. সি ৭২৬: [২০১০] ১০ এস. সি. আর ৯৪৫- উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৯৩] ৩ এস. সি. আর ৫২২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০১০] ১০ এস. সি. আর ৯৪৫	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ১৬

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং. ৪৬২৭।

২০১৪ সালের সি.আর.পি. নং ১২৮-এ গুয়াহাটির গৌহাটি হাইকোর্টের ০৬.০৬.২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

পার্থিব কে গোস্বামী, সুশ্রী দীক্ষা রাই, সুশ্রী রাগিনী পান্ডে, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

অরুণাভ চৌধুরী, কর্মা দর্জি, সুশ্রী বার্নালি চৌধুরী, সুশ্রী প্রজ্ঞা বাঘেল, সুশ্রী সামতান ডোমা, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন
এ. এস. বোপান্না, বিচারপতি।

১. আপিলকারী ২০১১ সালের ২ নং মুন্সিফ, কামরূপ গুয়াহাটির আদালতে বাদী পক্ষের বিরুদ্ধে একটি ঘোষণা চেয়ে মামলা দায়ের করেন যে মামলার তফসিলের পশ্চিম সীমানায় 'ক', 'খ' এবং 'গ' সম্পত্তি রয়েছে যা বাদী ব্যবহার করতে পারেন। এই মর্মে একটি ঘোষণাও চাওয়া হয়েছে যে, বাদী পক্ষের সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত মামলার তফসিল 'গ' সম্পত্তির সীমানায় জনসমাগম যে কোনও সময়ে বিবাদী দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে না। একটি আনুষঙ্গিক ত্রাণ হিসাবে, আপিলকারী আসামীর বিরুদ্ধে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন যাতে প্রধান জিএমসি ড্রেন পর্যন্ত উক্ত ড্রেনটিতে জল অবাধ প্রবাহিত হতে দেওয়া যায়।

২। উত্তরদাতা হাজির হয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে বাদী কর্তৃক উত্থাপিত দাবির বিরোধিতা করেন। উপরন্তু, উত্তরদাতা গুয়াহাটি পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৯৭১ (সংক্ষেপে 'জিএমসি' আইন)-এর বিধানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়ানি আদালতকে মামলাটি গ্রহণ করার জন্য এখতিয়ারের বিষয়টি উত্থাপন করেন। উপরোক্ত মামলায়, যেহেতু আপিলকারীও আবেদন করেছিলেন সাময়িক নিষেধাজ্ঞা, বিবেচনা করে বিচার আদালত অবশ্যই এখতিয়ার সম্পর্কিত আপত্তির উল্লেখ ছাড়াই এটি মঞ্জুর করেছিল। তাই উত্তরদাতা দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৪৩ বিধি ১ (সংক্ষেপে সিপিসি) সহ পাঠ করা ধারা ৯৬ (১) এর অধীনে নিম্ন আপিল আদালতে আপিল দায়ের করে নিষেধাজ্ঞার আদেশকে আক্রমণ করেছিলেন। উক্ত আপিলের ক্ষেত্রে, এখানে আপিলকারী বিবাদী যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞ মুনসিফ কর্তৃক প্রদত্ত ৩০.০৯.২০১১ তারিখের আদেশটি ন্যায়সঙ্গত ছিল না কারণ জিএমসি আইনের বিধান অনুসারে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার ব্যতীত মামলার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়টি মামলার মূলে যায়। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে মামলায় অন্য কোনও প্রতিকারের আবেদন বিবেচনা করার আগে এটি বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিল।

উক্ত বিবিধ আবেদনের নিম্ন আপিল আদালত নং.৩৩/২০১১ তার তারিখের ২১.০৯.২০১২ আদেশের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এখতিয়ারের দিকটি প্রথমে পণ্ডিত মুন্সিফের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অতএব, যোগ্যতার দিকে না গিয়ে, নিম্ন আপিল আদালত অন্য কোনও ত্রাণ মঞ্জুর করার আগে এখতিয়ারের প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উক্ত আবেদনে আরোপিত আদেশটি বাতিল করে বিষয়টি রিমান্ডে নিয়েছে।

৩. এই আদেশে ক্ষুব্ধ বলে দাবি করা আবেদনকারী গুয়াহাটি হাইকোর্টের কাছে সিআরপি-তে পুনর্বিবেচনার আবেদন পেশ করেন। অভিযুক্ত বিচারক প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি বিবেচনা করার সময়, তার ২য় তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিম্ন আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়েছিলেন যে মামলাটি গ্রহণ করার জন্য দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার শুরুতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পুনর্বিবেচনার আবেদনটি সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। পক্ষগুলিকে জ্ঞানী মুন্সিফের আদালতে তাদের যুক্তিগুলি অনুরোধ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৪, তদনুসারে বিজ্ঞ মুন্সিফ এখতিয়ার সম্পর্কিত বিষয়টি বিবেচনা করেছেন এবং তার ১ নম্বর তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে জি. এম. সি আইনের অধীনে বিবেচিত বাধাটি অনুরোধকৃত ত্রাণের প্রকৃতির কথা মাথায় রেখে বাস্তব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তদনুসারে, বিজ্ঞ মুন্সিফ রায় দিয়েছেন যে দেওয়ানি আদালতের পক্ষগুলির মধ্যে মামলাটি বিচার করার এখতিয়ার রয়েছে। গুয়াহাটি হাইকোর্টের সামনে সিআরপি নং ১২৮/২০১৮-এ উল্লিখিত ১৬.১১.২০১৩ তারিখের পছন্দের পুনর্বিবেচনার পিটিশন দ্বারা বিক্ষুব্ধ বলে দাবি করেছেন। বিজ্ঞ বিচারক, ০৬.০৬.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে রায় দিয়েছেন যে এই দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ার নিহিতভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং পক্ষটি কেবল জিএমসি আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতির অধীনে ত্রাণ দাবি করতে পারে। সেই পটভূমিতে, পুনর্বিবেচনার আবেদনে অভিযুক্ত ১৬.১১.২০১৩ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, মামলাটি রক্ষণযোগ্য ছিল না এবং আবেদনকারীকে জিএমসি আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে তার অভিযোগ প্রকাশ করার স্বাধীনতা সংরক্ষিত ছিল, যদি পরামর্শ দেওয়া হয়। তদনুসারে, বাদী মামলা নং ৩৩৪ ২০১১ প্রত্যাখ্যান করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই আবেদনকারী গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারা গৃহীত ০৮.০৪.২০১৪ তারিখের আদেশ দ্বারা ক্ষুব্ধ হওয়ার দাবি করে এই আদালতে আপিল করেছেন।

৫। আবেদনকারীর আইনজীবী শ্রী পার্থিব কে গোস্বামী এই আদেশকে সমর্থন করার সময় যুক্তি দেখিয়েছেন যে, নিম্ন আপিল আদালত প্রথমবার এবং হাইকোর্ট বর্তমান পর্যায়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ভুল করেছে যে মামলাটি টেকসই নয়। যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বর্তমান মামলাটিকে দেওয়ানি কার্যবিধির

আদেশ VII বিধি ১১(ঘ) এর আওতায় বিবেচনা করার এবং দেওয়ানি মামলা নিষিদ্ধ করার জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত যুক্তি যুক্তিসঙ্গত নয়। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে জি. এম. সি আইনের অধীনে বা বর্তমানে কার্যকর অন্য কোনও আইনের অধীনে মামলায় চাওয়া ত্রাণের প্রকৃতির জন্য দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার কোনও বাধা নেই। সেই ক্ষেত্রে, বিজ্ঞ কৌঁসুলি জি. এম. সি আইনের ৩৪১ ধারা উল্লেখ করেছেন যা এখতিয়ারের একটি বাধা বিবেচনা করে এবং উল্লেখ করবে যে এটি সেই অংশের অধীনে ত্রাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেখানে বাধা প্রয়োগ করা হয়েছে।এই প্রসঙ্গে, আইনের ষষ্ঠ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনওরকম অসামঞ্জস্যপূর্ণ মামলা নিষিদ্ধ করা হয়, তবে তা কেবল ৩২২ ধারায় বর্ণিত কার্যকলাপের প্রকৃতি এবং আইনের অংশ VI-তে প্রদর্শিত অন্যান্য বিধানগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, তাৎক্ষণিক মামলায় যে ছাড় চাওয়া হয়েছে তা মামলাটির তফসিল সম্পত্তির পশ্চিম দিকে বিদ্যমান একটি নালার ক্ষেত্রে এবং বাদী সম্পত্তি কেনার সময় থেকে যে জল অবাধ প্রবাহের অধিকার উপভোগ করে আসছিল তা রক্ষা করার জন্য। এই ধরনের অধিকার সুরক্ষিত করার চেষ্টা করা হয় দেওয়ানি আদালতের আওতায়। এটি যুক্তি দেয় যে যদিও জি. এম. সি আইনের ২৪৬,২৪৭ এবং ২৪৮ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি কমিশনারের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে, তবুও উক্ত বিধানগুলির অধীনে বাদীর কাছে উপলব্ধ যে কোনও অধিকার কেবল বাদীর দ্বারা চাওয়া ত্রাণের সহায়তায় হতে পারে, তবে কোনও ক্ষেত্রেই মামলাটি বজায় রাখার জন্য বাধা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। অতএব এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে হাইকোর্টের জারি করা আদেশ টেকসই নয় এবং মামলাটি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে এগিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

৬। উত্তরদাতার আইনজীবী জনাব অরুণাভ চৌধুরী হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখতে চান। যুক্তি হল, জি. এম. সি আইন দেওয়ানি আদালতের বিরুদ্ধে একটি বাধা বিবেচনা করে, যা এই আইনের অধীনে কমিশনারের দ্বারা বিবেচনা করা সুবিধাগুলি সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে বিনোদন দেয়। এমনকি জি. এম. সি আইনের ৩৪১ ধারাটি কেবল ষষ্ঠ অংশের ক্ষেত্রে একটি এক্সপ্রেস বার বিবেচনা করে বলে ধরে নেওয়া হলেও, জি. এম. সি আইনের ২৪৬,২৪৭ এবং ২৪৮ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি ফোরামকে সরবরাহ করে, যে সম্পত্তির মালিক নিষ্কাশন সম্পর্কিত অধিকারের জন্য কমিশনারের কাছে যান, যিনি উক্ত বিষয়টির সিদ্ধান্ত নেবেন। সেই প্রসঙ্গে, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে যদিও ৩৪১ ধারাটি পঞ্চম অংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, প্রয়োজনীয় প্রভাব দ্বারা, মামলাটি নিষিদ্ধ থাকবে। এটি তাঁর যুক্তি যে এই ক্ষেত্রে বাদী পাবলিক ড্রেন সম্পর্কিত একটি অধিকার চাইছেন এবং এমন পরিস্থিতিতে যখন আইনের অধীনে প্রতিকার সরবরাহ করা হয়, তখন সাধারণ আইনের অধীনে এটির বিবেচনা উত্থাপিত হয় না। তিনি যুক্তি দেন যে, হাইকোর্ট দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ VII বিধি ১১(ঘ) এর বিধান প্রয়োগ

করে যুক্তিসঙ্গত ছিল যে দেওয়ানি আদালতের তাৎক্ষণিক মামলাটি গ্রহণের এখতিয়ার নেই।সেই দৃষ্টিতে, আদেশিত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান ন্যায়সঙ্গত। আপিলকারীকে কোনও প্রতিকার ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয় না এবং বিকল্প ফোরামকে আহ্বান করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে, অভিযুক্ত আদেশ হস্তক্ষেপের জন্য আহ্বান করে না।

৭. উপরোক্ত যুক্তিতর্কের প্রেক্ষাপটে, মামলাটির প্রকৃতি এবং তাতে যে ত্রাণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তা কেবলমাত্র সীমিত পরিমাণে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যাতে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে দেওয়ানি আদালতের মামলাটি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার এখতিয়ার ছিল কিনা বা জিএমসি আইনে প্রদত্ত এখতিয়ার সম্পর্কিত কোনও বাধা প্রযোজ্য হবে কিনা। সেই দিকটি উল্লেখ করার আগে, সিপিসি-র অনুচ্ছেদ ৯-এর বিষয়বস্তুগুলি নোট করা প্রয়োজন যা দেওয়ানি আদালত দ্বারা এখতিয়ার প্রয়োগের ব্যবস্থা করে। এটি এখানে নিম্নরূপঃ -

> ৯. যে মামলাগুলির বিচার সুস্পষ্টভাবে বা পরোক্ষভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলি ব্যতীত দেওয়ানি প্রকৃতির সমস্ত মামলাগুলির বিচার করার এখতিয়ার (এখানে অন্তর্ভুক্ত বিধান সাপেক্ষে) আদালতের থাকবে।
>
> ব্যাখ্যা। -
> সম্পত্তি বা পদের অধিকারের বিরোধিতা করা হয় এমন একটি মামলা নাগরিক প্রকৃতির, তা সত্ত্বেও এই ধরনের অধিকার সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত প্রশ্নের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে পারে।
>
> ব্যাখ্যা ॥ ~
> এই ধারার উদ্দেশ্যে, ব্যাখ্যা ১-এ উল্লিখিত অফিসের সাথে কোনও ফি সংযুক্ত করা হয়েছে কি না বা এই ধরনের অফিস কোনও নির্দিষ্ট জায়গার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কি না তা বিবেচ্য নয়।

একটি খালি পর্যালোচনা ইঙ্গিত দেয় যে আদালতগুলির দেওয়ানি প্রকৃতির সমস্ত মামলাগুলির বিচার করার এখতিয়ার থাকবে যে মামলাগুলি ব্যতীত যার মধ্যে তাদের স্বীকৃতি স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে নিষিদ্ধ। সেই পটভূমিতে, যদিও তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, সিপিসি-র আদেশ VII বিধি ১১ (ঘ)-এর অধীনে একটি আবেদন বিবেচনা করার সময় বিষয়টি উদ্ভূত হয়নি, এই সত্যটি বিবেচনা করে যে হাইকোর্ট মামলাটি নিষিদ্ধ কিনা তা বিবেচনা করার জন্য উক্ত বিধানটি আহ্বান করেছে এবং তারপরে রায় দিয়েছে যে দেওয়ানি আদালতের কোনও এখতিয়ার নেই এবং অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের আদেশ দিয়েছে, আদেশ ৭ বিধি ১১ (ঘ)-তে অন্তর্ভুক্ত বিধানটি নোট করা উপযুক্ত হবে যা এখানে বলা হয়েছেঃ

"ষষ্ঠ আদেশের নিয়ম ১১

অভিযোগ প্রত্যাখ্যান-নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করা হবেঃ -

(ক) xx xx xx xx

(খ) xx xx xx xx

(গ) xx xx xx xx

(ঘ) যেখানে মামলাটি আরজির বিবৃতি থেকে মনে হয় যে এটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ।

(ঙ) xx xx xx xx

(চ) xx xx xx xx

উপরের উল্লিখিত বিধানটি পর্যালোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, দেওয়ানি আদালতের পক্ষে মামলাটি গ্রহণ করতে বাধা থাকবে, যদি এই ধরনের মামলাটি কোনও আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। উপরন্তু, আদেশ ৭ বিধি ১১ (ঘ) বিবেচনা করে যে, বাদীতে থাকা বিবৃতি থেকে মামলাটি কোনও আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বলে মনে করা উচিত, যে ক্ষেত্রে অভিযোগটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

৮. এই প্রেক্ষাপটে, তাত্ক্ষণিক মামলার অভিযোগ পর্যালোচনায় জানা যায় যে, আবেদনকারীর দায়ের করা মামলাটি হল যে, তিনি শ্রীযুক্ত ধনচন্দ্র মহন্তের সঙ্গে মিলে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মেধী এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে 'তফসিল' ক 'পরিমাপের সম্পত্তি কিনেছিলেন, যা ছিল' ০৮.১২.১৯৯৭ '-এ ১৫ টাকা। শ্রীযুক্ত ধনচন্দ্র মহন্ত আবেদনকারীর পক্ষে তাঁর অধিকার ত্যাগ করেছিলেন। আবেদনকারী এইভাবে মামলা তফসিল' এ 'সম্পত্তির একমাত্র মালিক হয়ে উঠেছেন। এটি যুক্তি দেয় যে, বিক্রয় দলিলটি ইঙ্গিত করে যে, পশ্চিম সীমানার শেষ অংশে একটি জল নিষ্কাশন নালা রয়েছে যা শ্রীমতীর সম্পত্তির পশ্চিম সীমানা বরাবরও চলে যাচ্ছিল।সুওলা দেবী এবং গুয়াহাটি পৌর কর্পোরেশন 'জিএমসি' দ্বারা পরিচালিত পাবলিক ড্রেনটিতে যোগ দিতেন)। আরেকজন সংলগ্ন জমির মালিক ০৮.১২.১৯৯৭ তারিখের বিক্রয় দলিলের অধীনে তফসিল 'বি' সম্পত্তি কিনেছিলেন যেখানে পশ্চিম সীমানাও জল নিষ্কাশনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যা জিএমসি-র পাবলিক ড্রেনকে সংযুক্ত করে।

৯। অভিযোগপত্রে আরও বলা হয়েছে যে, আবেদনকারীর সম্পত্তির দক্ষিণ দিকের সম্পত্তির মালিক যে বিবাদী, তিনি ২৪.০৪.১৯৮৪ তারিখের ১৩টি বিক্রয় দলিলের পরিমাণ কিনেছিলেন, যেখানে ওয়েস্টেম সীমানাটি পাবলিক ড্রেন হিসাবে দেখানো হয়েছে। যদিও ক্রয়ের সময় উক্ত সাধারণ ড্রেনটি বিদ্যমান ছিল এবং ব্যবহার করা হচ্ছিল, অভিযোগ করা

হয়েছে যে বিবাদী আরসিসি উপাদান ফেলে এটি বন্ধ করেছিলেন এবং তাই জল আপিলকারীর সম্পত্তিতে উপচে পড়েছিল। সেই আলোকেই, আবেদনকারী স্বস্তির জন্য আবেদন করেছিলেন যে 'তফসিল এ, বি এবং সি সম্পত্তির পশ্চিম সীমানায় একটি সাধারণ পাবলিক ড্রেন রয়েছে যা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং অভিযোগপত্রে আরও অনুরোধ করা ইঙ্গিত দেয় যে, প্রধান জি. এম. সি ড্রেন পর্যন্ত জলের অবাধ প্রবাহকে অনুমতি দেওয়ার জন্য ড্রেন সুবিধার শান্তিপূর্ণ উপভোগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

১০। অতএব, প্রশ্নটি হল যে, অভিযোগপত্রে অনুরোধ করা ত্রাণের প্রকৃতি কি কেবলমাত্র জি. এম. সি আইনের আওতায় পড়ে এবং জি. এম. সি আইনে অন্তর্ভুক্ত কোনও বিধান দ্বারা মামলাটি এবং অনুরোধ করা ত্রাণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিনা, যাতে দেওয়ানি আদালত সি. পি. সি-র ধারা ৯-এর অধীনে বিবেচিত মামলাটি গ্রহণ করতে অক্ষম হয়, যদি তাই হয়, বর্তমান প্রকৃতির কোনও অভিযোগ সি. পি. সি-র আদেশ ৭-এর বিধি ১১ (ঘ)-এর অধীনে পরিকল্পিত হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হতে বাধ্য ছিল কিনা।

১১। প্রথমত, জি. এম. সি আইনের ৩৪১ ধারার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন, যা দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের বাধা প্রদান করে, যা নিম্নরূপঃ

> **৩৪১-এখতিয়ারের বাধা**-অন্যথায় স্পষ্টভাবে বিধান করা ব্যতীত কোনও দেওয়ানি আদালতের কোনও প্রশ্নের নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত বা মোকাবিলা করার এখতিয়ার থাকবে না, যা এই অংশ দ্বারা বা এর অধীনে কমিশনার দ্বারা নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত বা মোকাবিলা করা প্রয়োজন।

বিষয়বস্তু পর্যালোচনার পরে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে কোনও দেওয়ানি আদালতের এমন কোনও প্রশ্নের নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত বা মোকাবিলা করার এখতিয়ার থাকবে না যা সেই অংশের অধীনে রয়েছে যেখানে ধারা ৩৪১ রাখা হয়েছে এবং কমিশনারের দ্বারা নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত বা মোকাবিলা করা প্রয়োজন। ষষ্ঠ অংশ যার অধীনে একটি বাধা আরোপ করা হয়েছে তা জমি, ভবন এবং রাস্তার সাথে সম্পর্কিত। অতএব, প্রায়শই, এটি ইঙ্গিত দেয় যে পৌর কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে বসবাসকারী দুই বেসরকারী ব্যক্তির মধ্যে একটি সাধারণ নিষ্কাশন সম্পর্কিত সমস্যা এমন কোনও সমস্যা নয় যার বিষয়ে ত্রাণের জন্য দেওয়ানি আদালতে যাওয়ার বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট বাধা বিবেচনা করা হয়।

১২. জি. এম. সি আইনে কোনও সন্দেহ নেই যে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পৌর নালার সঙ্গে সংযুক্ত নালার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিশনারকে ক্ষমতা দেওয়ার বিধান রয়েছে। এই মর্মে বিধানগুলি জিএমসি আইনের পঞ্চম অংশের ধারা ২৪৬, ২৪৭ এবং ২৪৮-এ অন্তর্ভুক্ত। উক্ত বিধানগুলি এখানে নিম্নরূপ পড়া যায়:-

> **২৪৬. ড্রেনটির মালিক বা যৌথ মালিকের অন্যকে এটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার বাধ্যবাধকতাঃ**-পৌরসভার ড্রেনের সাথে সংযুক্ত ড্রেন

অথবা কমিশনার কর্তৃক নিষ্কাশনের জন্য নির্ধারিত অন্য কোনও স্থানের মালিক ধারা ২৪৮ এর অধীনে নির্ধারিত শর্তে অন্য ব্যক্তিদের এটি ব্যবহারের অনুমতি দিতে অথবা অন্য ব্যক্তিদের যৌথ মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকবেন।

২৪৭। ড্রেন ব্যবহারের অধিকার মালিক ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি কীভাবে পেতে পারেনঃ-যে কোনও ব্যক্তি তার প্রাঙ্গণটি এমন কোনও পৌর নালায় নিষ্কাশন করতে চান যার মালিক তিনি নন, তিনি তার ড্রেন ব্যবহার করার অনুমতির জন্য মালিকের সাথে ব্যক্তিগত ব্যবস্থা করতে পারেন, অথবা এই জাতীয় ড্রেন ব্যবহার করার কর্তৃত্বের জন্য কমিশনারের কাছে আবেদন করতে পারেন।

২৪৮। কমিশনার কোনও নালার মালিক ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে সেটি ব্যবহার করার বা যৌথ ব্যবহারকারী হিসাবে ঘোষণা করার ক্ষমতা দিতে পারেনঃ-(১) আবেদন প্রাপ্তির পর বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে কমিশনার যদি মনে করেন যে, কোনও প্রাঙ্গনের মালিক বা দখলকারী উক্ত মালিক বা দখলকারী ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তির নালার মাধ্যমে এই ধরনের প্রাঙ্গণ নিষ্কাশন করতে পারেন, তা হলে কমিশনার নালার মালিককে তাতে তাঁর আপত্তি জানানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেবেন এবং যদি কোনও আপত্তি উত্থাপিত না হয় বা আপত্তিটি অবৈধ বা অপর্যাপ্ত বলে মনে হয়, তবে লিখিত আদেশের মাধ্যমে উক্ত মালিক বা দখলকারীকে নালা ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারেন বা সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীকে যৌথ মালিক হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন।(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে যে কোনও কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির পক্ষে কমিশনারের আদেশ দেওয়া হয়, তিনি ধারা ২৪৫-এর উপ-ধারা (৪)-এ নির্দিষ্ট করা একই বিধিনিষেধ ও দায়বদ্ধতার অধীন থাকবেন।

১৩. উপরোক্ত উল্লিখিত বিধানগুলি খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, জি. এম. সি আইনের অধীনে কমিশনারকে কোনও নালার মালিক বা যৌথ মালিককে সেই নালার মালিক ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তিকে সেই নালার ব্যবহার করার অনুমতি দিতে বাধ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কার্যত, কমিশনারকে অন্য কোনও সম্পত্তির মালিকের মালিকানাধীন নালার মাধ্যমে জল নিষ্কাশনের জন্য সম্পত্তির মালিকের পক্ষে একটি অধিকার তৈরি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে আবেদনকারী এই অধিকার তৈরি করতে চাইছেন না। উপরে বর্ণিত এবং উল্লেখিত মামলাটি ইঙ্গিত দেয় যে

আপিলকারী এমন একটি অধিকারের দাবি করছেন যা বিদ্যমান ছিল এবং তিনি এই অধিকার রক্ষা এবং প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে চাইছেন। মামলাটি এই অর্থে নয় যে তাদের মধ্যে কেউ ড্রেনটির মালিক, তবে এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে এটি আশেপাশের সমস্ত সম্পত্তির পশ্চিম সীমানা হিসাবে বিদ্যমান ছিল এবং উত্তরদাতা সেই অবস্থান পরিবর্তন করতে চাইছেন এবং তাই তাকে সংযত করতে হবে। আপিলকারী সফল হবেন কি না তা নির্ভর করবে আবেদনের সমর্থনে যে প্রমাণ উপস্থাপন করা হবে তার উপর।

১৪. বিবেচনার বিষয় হল যে, জি. এম. সি আইনে এই ধরনের বিধানের অস্তিত্ব আপাতদৃষ্টিতে বড় দেওয়ানি মামলা হবে কি না। উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, শিব কুমার চাড্ডা বনাম দেথি ও অন্যান্য পৌর কর্পোরেশন (১৯৯৩) ৩ এস. সি. সি ১৬১-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করা উপযুক্ত হবে, যা প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত মুন্সিফও লক্ষ্য করেছিলেন। এতে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা নিম্নরূপঃ -

> ১১. প্রাচীনকালে বেশিরভাগ অধিকার ও দায়বদ্ধতার উৎস সাধারণ আইনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত। তারপর সংবিধিবদ্ধ আইনগুলি খুব কমই ছিল। এমনকি এই জাতীয় আইনগুলি কেবল অধিকার বা দায়বদ্ধতার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু প্রতিকারের জন্য খুব কমই ফোরাম সরবরাহ করেছিল। ফলস্বরূপ যে কোনও ব্যক্তির অভিযোগ ছিল যে তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বা তার অধিকার প্রভাবিত হচ্ছে, তিনি আইনের নীতির ভিত্তিতে সাধারণ দেওয়ানি আদালতে যেতে পারেন যে যেখানে অধিকার রয়েছে সেখানে একটি প্রতিকার রয়েছে-উবি জুস ইবি প্রতিকার। যেহেতু অধিকার বা দায়বদ্ধতা তৈরি করার বিভিন্ন সংবিধানে কোনও অভ্যন্তরীণ প্রতিকার দেওয়া হয়নি, তাই সাধারণ দেওয়ানি আদালতগুলিকে বিভিন্ন আইনের আলোকে অভিযোগগুলি পরীক্ষা করতে হয়েছিল। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে, এটি উপলব্ধি করা হয়েছিল যে কর প্রদানের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা তৈরি করা আইন, সম্পত্তি হস্তান্তরের পরে বাধ্যবাধকতা এবং নাগরিকদের একটি শ্রেণীর উপর অধিকার প্রদান করা, নিজেদের দ্বারা সম্পূর্ণ কোড হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যের সাথে, এই আইনের অধীনে ফোরামগুলি তৈরি করা হয়েছিল যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে অভিযোগগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল এবং পুনর্বিবেচনার জন্যও বিধান করা হয়েছিল।

> ১২। তারপর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট আইন কোথায় সঠিক বা দায়বদ্ধতার সৃষ্টি করেছে এবং আইনের কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই কোনও অধিকার প্রয়োগ বা দায়বদ্ধতার প্রয়োগ থেকে সুরক্ষার জন্য একটি ফোরামও সরবরাহ করেছে, কোনও নাগরিক কোনও আদালতে যেতে পারে কিনা। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনেক সংবিধি নির্দিষ্ট অধিকার বা দায়বদ্ধতার সৃষ্টি করেছে এবং এর ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও প্রদান করেছে। কিন্তু এই ধরনের আইন নাগরিকের সাধারণ

আইনগত অধিকারকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু কিছু আইন রয়েছে, যা জনস্বার্থে নাগরিকের সাধারণ আইনের অধিকার বা দায়বদ্ধতাকেও প্রভাবিত করে, যা বিদ্যমান অধিকারের প্রকৃতির ছিল। দুই ধরনের অধিকার বা দায়বদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য প্রকৃতিগতভাবে সূক্ষ্ম কিন্তু একই সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২৩. একটি শ্রেণীর নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য কর সংক্রান্ত আইন, কল্যাণমূলক আইন এবং আইনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে, এই ধরনের আইনগুলির বেশিরভাগই বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে এবং তারা সেই সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনার জন্য আদালতের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ বা বাদ দিতে চায়। ফলস্বরূপ, আইনের ৯ ধারার অধীনে আদালতের ক্ষমতাকে এই ধরনের বিশেষ আইন দ্বারা অবজ্ঞা করা হচ্ছে এবং হ্রাস করা হচ্ছে, সৃষ্ট দায়বদ্ধতা বা প্রদত্ত অধিকারের ক্ষেত্রে। এই আদালত উপরে উল্লিখিত রায়গুলিতে দুটি প্রশ্ন পরীক্ষা করে আদালতের এখতিয়ারের উচ্ছেদকে বহাল রেখেছে-(১) যে বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে সে বিষয়ে অধিকার বা দায় একটি আইনের অধীনে তৈরি করা হয়েছিল কিনা এবং এটি পূর্ব-বিদ্যমান সাধারণ আইনের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত ছিল না কি না? (২) এই ধরনের অধিকার লঙ্ঘন বা দায়বদ্ধতা আরোপের বিষয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রদত্ত যন্ত্রপাতি পর্যাপ্ত এবং সম্পূর্ণ ছিল কিনা? আদালতের এখতিয়ারের বহিষ্কার এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বহাল রাখা হয়েছিল যে প্রশ্নযুক্ত অধিকার বা দায়বদ্ধতা আইন দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং তাতে প্রদত্ত প্রতিকার যথেষ্ট ছিল।

২৪, কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন হবে যেখানে একটি আইন পূর্ব-বিদ্যমান সাধারণ আইনের অধিকারকে দমন ও হ্রাস করতে চায় এবং আদালতের এখতিয়ারকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীনে গৃহীত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আদালতগুলিকে আরও সতর্ক থাকতে হবে, এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করার সময় যে পর্যাপ্ত প্রতিকার ব্যবস্থা সরবরাহ করা হয়েছে কিনা, যার আগে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি তার অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে। কাটিকারা চিন্তামণি ডোরা বনাম গুন্টারেডি আন্নামানাইডু [(১৯৭৪) ১ এসসিসি ৫৬৭ : এআইআর ১৯৭৪ এসসি ১০৬৯] এই আদালত আড্ডাঙ্কি তিরুভেনকাটা থাটা দেশিকা চারিউলু বনাম এপি রাজ্যের মামলার উল্লেখ করার পরে [এআইআর ১৯৬৪, এসসি ৭ অনুচ্ছেদ ৫৬৪, এসসি ৪ পর্যবেক্ষণ করেছে ৩৫)

"এটি প্রাসঙ্গিকভাবে যোগ করা হয়েছিল যে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের এই বর্জন দুটি সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে হবে। প্রথমত, 'যেসব ক্ষেত্রে আইনের বিধানগুলি মেনে চলা

হয়নি অথবা সংবিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনাল বিচারিক পদ্ধতির মৌলিক নীতিমালা অনুসারে কাজ করেনি, সেসব ক্ষেত্রে দেওয়ানি আদালতের তদন্ত করার এখতিয়ার রয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, সংবিধিবদ্ধ ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা কতটা একচেটিয়া, তা সম্পর্কে। কোনও নির্দিষ্ট মামলা উপরের বিভাগগুলির মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয়টির অধীনে আসে কিনা তা সম্পর্কিত প্রশ্নটি সংবিধির উদ্দেশ্য এবং তার সাধারণ পরিকল্পনার উপর নির্ভর করবে, যা গঠিত ট্রাইব্যুনালের উপর অর্পিত তদন্তের পরিধি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণগুলির সাথে মিলিত হবে।

১৯০৮ সালের আইনের ৩ (২) (ঘ) ধারার অধীনে নির্দিষ্ট কিছু সম্পত্তিকে 'এস্টেট' হিসাবে ধরে রাখার নিষ্পত্তি বাতিল বলে ঘোষণা করার জন্য একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল, এই ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল যে মামলা সম্পত্তিটি 'ইনাম গ্রাম' নয়। পাইক্স গ্রানাইট কোং লিমিটেড বনাম আবাসন ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রক [(১৯৬০) এসি ২৬০]-তে আবেদনকারীরা টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং আইন, ১৯৪৭-এর অধীনে পরিকল্পনার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছাড়াই তাদের জমি খনন করার জন্য তাদের সাধারণ আইনের অধিকারের ঘোষণা চেয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছিলঃ

"আবেদনকারী-কোম্পানিকে ১৯৪৭ সালের আইন দ্বারা খনন করার কোনও নতুন অধিকার দেওয়া হয়নি। তাদের অধিকার একটি সাধারণ-আইনের অধিকার এবং একমাত্র প্রশ্ন হল কতদূর এগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তারা এই আইনের অধীনে সরাসরি দাবি করে না এবং অন্য কোথাও প্রতিকার চায় না। অন্যদিকে, তারা অস্বীকার করে যে তারা এর আওতায় আসে এবং সেই বিষয়ে একটি ঘোষণা চায়।"

২৫। আদালতের ক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, এই জাতীয় আইনের অধীনে প্রদত্ত আদেশগুলি "এখতিয়ার সংক্রান্ত প্রশ্নের" ভিত্তিতে পরীক্ষা করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপঃ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন আইনের অধীনে "সরকারি জমি" থেকে দখল অপসারণের জন্য একটি বিশেষ যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এই জাতীয় আইনের অধীনে গঠিত বিশেষ ট্রাইবুনেল বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে আদালতের এখতিয়ার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবুও একটি মামলা আদালতের সামনে এই আবেদনের ভিত্তিতে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হবে যে, সংশ্লিষ্ট জমিটি সংশ্লিষ্ট আইনে প্রদত্ত 'সরকারি জমি'-র সংজ্ঞার অর্থের মধ্যে একটি সরকারি জমি হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং সেই হিসাবে এর বিধানগুলি প্রযোজ্য হবে না।

১৫. অধিকন্তু, এই আদালত রমেশ গোবিন্দরাম বনাম সুগ্রা হুমায়ুন মির্জা ওয়াকফ (২০১০) ৮ এস. সি. সি ৭২৬-এর মামলায় ওয়াকফ আইনের ৮৫ ধারার অধীনে বিবেচিত দেওয়ানি আদালতের বার পরীক্ষা করার সময়,

১৯৯৫ সালে এই পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছিল যে, এই ধরনের ক্ষমতা শুধুমাত্র ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এর ৬,৭ ও ৮৩ ধারার অধীনে উদ্ভূত কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং এই ধারণার অধীনে ওয়াকফ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা সত্ত্বেও দেওয়ানি আদালতের সামনে একটি মামলা অন্যান্য ত্রাণের জন্য রক্ষণযোগ্য হবে, যদি না বিরোধটি ট্রাইব্যুনালে ন্যস্ত ক্ষমতার চারটি অংশের মধ্যে পড়ে। অতএব, আইনের অধীনে দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারের বাধা থাকা সত্ত্বেও, যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সীমিত পরিমাণে উদ্ভূত বিরোধ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয় দেওয়ানি আদালতের সামনে রক্ষণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক বিবেচনা এখানে নিম্নরূপঃ -

> "৮. ওয়াকফ এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি দীর্ঘ সময় ধরে ওয়াকফ আইন, ১৯৫৪ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তবে, এই বিষয়ে একটি নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল কারণ উল্লিখিত পূর্ববর্তী আইনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে বিশেষত ওয়াকফ বোর্ডগুলি পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল, পৃথক ওয়াকফগুলির পরিচালনার উপর তাদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। ১৯৫৪ সালের আইনের বারবার সংশোধনী, বিবেচনার জন্য উদ্ভূত হওয়া প্রশ্নের কার্যকর উত্তর দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, সংসদকে ওয়াকফ আইন, ১৯৯৫-এর আকারে একটি বিস্তৃত আইন আনতে হয়েছিল যাতে ওয়াকফগুলির আরও ভাল প্রশাসনের জন্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির জন্য।"

১৬. উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, বর্তমান ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় দেখা যায় যে, ২৪৬,২৪৭ এবং ২৪৮ ধারায় যদিও পৌর নালার সঙ্গে সংযুক্ত নালাগুলির মালিকানা এবং পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে এবং কমিশনারকে একটি নালার মালিককে অন্য কোনও সম্পত্তির মালিককে এটি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়ার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তবে উক্ত বিধানগুলি নালার ব্যবহারের বিদ্যমান অধিকারের ঘোষণা সম্পর্কিত মামলা গ্রহণের জন্য দেওয়ানি আদালতে স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত বাধা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

১৭. প্রকৃতপক্ষে, সম্পত্তি ক্রয়ের তারিখ পর্যন্ত বাদী বাদী বাদী কর্তৃক দাবি করা একটি নালার অস্তিত্ব এবং এটি সর্বত্র ব্যবহার করা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা মোকদ্দমায় যে প্রমাণ দেওয়া হবে তার উপর ভিত্তি করে প্রমাণ করতে হবে। জিএমসি আইনের ২৪৬,২৪৭ এবং ২৪৮ ধারায় থাকা বিধানগুলি এমন বিধান হবে যা আপিলকারীর সহায়তায় আসবে যদি আবেদনকারী শেষ পর্যন্ত নালার উপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে, যদিও আপিলকারী নালার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। নিঃসন্দেহে, আপিলকারী কমিশনারের কাছে একটি আবেদনও দাখিল করতে পারতেন

যাতে কমিশনার তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারেন, কিন্তু তা কেবল তখনই হত যদি আপিলকারী এই অবস্থানে সম্মত হতেন যে বিবাদী ড্রেনের মালিক। এমন পরিস্থিতিতেও, যদি কমিশনার আবেদনকারীকে স্বস্তি না দিতেন এবং কমিশনার যে পদ্ধতিতে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন, তা হলে ত্রাণের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সুযোগ থাকত। উত্তরদাতার আইনজীবী এই বিষয়ে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, জি. এম. সি আইনের ৪৩৮ ধারার অধীনে আপিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, আমরা এটিকে বর্তমান প্রকৃতির ক্ষেত্রে বিকল্প এবং কার্যকর প্রতিকার হিসাবে বিবেচনা করি না। তাত্ক্ষণিক মামলায় যে ছাড় চাওয়া হয়েছে তা পক্ষগুলির মধ্যে আন্তঃসম্পর্কিত বিরোধের ক্ষেত্রে ঘোষণামূলক ত্রাণের প্রকৃতির। জি. এম. সি আইনের অধীনে প্রদত্ত বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের বিবেচনা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। উপরন্তু, প্রদত্ত আপিলটি কমিশনার কর্তৃক জারি করা কোনও বিজ্ঞপ্তি বা নেওয়া বা নেওয়ার প্রস্তাবের বিষয়ে, যা কার্যত কেবল নালার মালিকের বিরুদ্ধে আপিলের প্রতিকার প্রদান করে যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

১৮. আরও, যেমনটি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে অভিযোগপত্র এবং করা প্রার্থনায় যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ করবে যে, আবেদনকারী বিবাদীর মালিকানাধীন নালার উপর কোনও অধিকার তৈরি করতে চাইছেন না বা জি. এম. সি-র নালার বিষয়ে কোনও সমস্যা উত্থাপন করছেন না। সুওলা দেবী এবং আসামী একে অপরের সংলগ্ন, যা মামলা তফসিল 'এ', 'বি' এবং 'সি' সম্পত্তি হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং সম্পত্তির পশ্চিম দিকে আবেদনকারীর সম্পত্তি থেকে শুরু করে একটি নালা রয়েছে, যা সীমানা হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং এটি জিএমসি নালায় জল প্রবাহিত করতে সহায়তা করে। দরপত্র দেওয়া হবে এমন প্রমাণের ভিত্তিতে মামলায় এই ধরনের ত্রাণ বিবেচনা করতে হবে। অতএব, কোনও আইনের অধীনে এই ধরনের ত্রাণ নিষিদ্ধ নয়।

১৯. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এটা স্পষ্ট যে, হাইকোর্ট বিষয়টির এই দিকগুলি লক্ষ্য না করে অভিযোগটি প্রত্যাখ্যান করার জন্য দেওয়ানি প্রসিডিউর কোডের আদেশ VII বিধি ১১ (ঘ)-তে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলিকে ভুলভাবে আহ্বান করেছে, যখন তাত্ক্ষণিক তথ্যগুলিতে কোনও আইনের অধীনে স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত বাধা নেই। অন্যদিকে, বিজ্ঞ মুন্সিফ টি. এস নং-এ ১৬.১১.২০১৩ তারিখের আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন। ৩৩৪/২০১১ মামলাটিকে রক্ষণযোগ্য বলে ধরে রেখে।

২০। ফলস্বরূপ, গুয়াহাটির গুয়াহাটি হাইকোর্টের সিআরপি নং ১২৮/২০১৪-তে পাস করা ০৬.০৬.২০১৪ তারিখের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।৩৩৪/২০১১ নম্বর মালিকানা মামলার অভিযোগপত্রটি কামরূপ গুয়াহাটির বিজ্ঞ মুন্সেফ নং ২-এর ফাইলে

পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এখানে পক্ষগুলি আর কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই উপস্থিতির জন্য প্রথম তারিখ হিসাবে বিজ্ঞ মুন্সিফের সামনে হাজির হবে, যার পরে মামলাটি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

২১। তদনুসারে, খরচ সংক্রান্ত কোনও আদেশ ছাড়াই আপিল অনুমোদিত হয়।

২২। বকেয়া আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হবে।

নিধি জৈন আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar